দহন

প্রাণজি বসাক

এক.

ঘর রইল পড়ে পেছনে
বৌ-ছেলেমেয়ে-অফিস
বন্ধুবান্ধব এবং গোপন সখ্যতা
আজ কবিতার খাতিরে পেছনে সব
বাংলাভাষা বাংলা কবিতা বাংলাদেশ
সব কেমন বড় বেশি হয়ে ওঠে মনে

আর দেরী নয়

হজখাস-মেট্রোয় নিউদিল্লি
সুড়ঙ্গ পথে সঠিক ঠিকানায়
১৬নং প্ল্যাটফর্ম নির্জন
এখানে এলেই মনটা উদাস হয়
কেউ কাউকে চিনি না – সবাই মানুষ

কোথায় যায় মানুষেরা নিত্যদিন
পথহারা নাকি দিশাহীন যাযাবর

দুই.

গুঁইসাপের মত গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়ালে
ধুসর রাজধানী
কেউ অপেক্ষায় নয়
সহযাত্রীর স্বজন হয়ে ওঠে

কাচের জানালার ওপাশে বিদায় মুহূর্ত
তোমার চোখের তারায় অফুরন্ত কথার জয়মালা
কপালে রোদচশমা চড়িয়ে বিশেষ স্টাইল

বিদায়ের শেষ হাগ সেরে নিলে

তিন.

ছাইরঙা আকাশ আজ শহর জুড়ে
মন খারাপ হয় না
বৃষ্টির প্রত্যাশা ছাইরঙ শরীর
নীলকণ্ঠ নয় চাই রিমঝিম বৃষ্টি সারাটা পথ

এত বড় সবুজ রুমাল কে পেতেছে বন্ধু
যাদুকরের বাস্কেট থেকে খুলছেই তো খুলছে

অফুরান সবুজ প্রকৃতি

চার.

বাতানুকুল কামরায় বালিশ-কম্বলের উষ্ণতায়
বড়ই আদুরে হয়ে উঠি– তোমাকে মনে আসে
তুমি তো সেই কবে থেকে বড় হয়ে উঠছো

সময় কেন যে বড্ড বেশি বড় হয়
কবিতা হয় কী হয় না
ভাবনাগুলো জড়িয়ে আসে
কেউ ডেকে বলে–

আয়...

পাঁচ.

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা আসে
রাজধানীর চেয়েও দ্রুতবেগে সে এসে
গলিয়ে নিল অন্ধকার
সবুজ রুমাল ভিজে যাচ্ছে কুয়াশায়

পাখিরা আজ আর বলল না
ডাকল না ময়ূর অশোকের মাথা থেকে
শুধু আমি একা নির্বাক
মৌনব্রত চলছে প্রায় ৪ ঘন্টা

একটু জিরোবার অছিলায় এলে কি কানপুর

ছয়.

রাত চলছে দুলকি চালে
কখনও শীত কখনও উষ্ণ আবেশ
সবই খেলা - হে মাঝি - খেলা
সবাই সমান পটু নয় এ খেলায়

রাত আসে সবারই
এই যে ট্রেনের নিমগ্ন ড্রাইভার
তার রাত – রাত নয়
রাত থেকে দূরে...দূরে...দূরে

সে ভোরের কাছে নিয়ে যায় আমাদের

লৌকিক তুলসীমঞ্চ অতঃপর

প্রাণজি বসাক

দেখো ভিতটা কিভাবে চাগাড় দিচ্ছে মহামহিম মঞ্চকে
যেভাবে শ্রমজীবি মহামানবী বউরা লেপেপোছে বানায়
মনচাহা স্বর্গ
অপরিহার্য পরম্পরা উঠোনে

ভোরবেলাকার কাজকম্মে তোলা ঘেরাটোপ

রোদে পোড়ে
পারিবারিক পোস্টার সারাদিন
তাকিয়ে থাকো ভিতটার দিকে
অজস্র কুণ্ঠা নামতা পড়ে আশপাশ

কিছুতেই কি পা মিলছে অদৃশ্য মিছিলে...

তবু চলা
সাংসারিক
লৌকিক তুলসীমঞ্চ এই ভিড়ময় পৃথিবী থেকে
বহুদূরে অথচ বহু কাছেই

একচিলতে উঠোনের পুবকোণায়
সারা দিন শুধু অপেক্ষা
যেহেতু বেড়াবার ক্ষেমতা নেই
আ-সন্ধ্যা চিরাগ বুকে স্বপ্ন
একটা যুগ পেরিয়ে যাবার
এই ভিড়
এই নড়বড়ে পৃথিবী
এই খেটে-খাওয়া মানুষেরা
এই ফুটফুটে বউরা
এই ভিতটার প্রগাঢ় বিশ্বাস

এই মিথ্যে হাতজোড় করে বসা

এই তুমি
এই তোমার প্রেমিকা

এই অবৈধ সম্পর্ক
এই মন-কেমন-করা ওঠাবসা
এই সবকিছু থেকে নিজেকে তুলে রাখা
এই যুবক শহরে যাবার মুখে শুধু ছুঁলে
এই তুলসীমঞ্চ...

যদি ফিরিয়ে দিই
যদি তুলে রাখি সবার সম্ভাবনা গুলো
যদি সরিয়ে রাখি তোমাদের রচিত মন
যদি ফাঁস করি সংগোপন কথাদের

তবু চলা
নিয়মে সমস্ত খেলা সমাপন্তে
বারান্দা জুড়ে থাকে স্বপ্ন কথা
একটা রোদ-পাখি নেমে যায়
তুলসীমঞ্চ থেকে

অতঃপর

পুরাতন শরীর থেকে উঠে আসে নতুন গন্ধ
আর ঐ ভেসে আসে গান-ওয়ালা ধুন
চিরতরে বন্ধ হই বাহারী শো-রুপ
সারাটা শহর মনখারাপ প্রোগ্রাম ফলো করছে

আর ঐ

উড়ে আসছে
ভেসে আসছে
নেমে আসছে
একথান সাদা কাপড় ন্যাংটো দেহ

আর ঐ

তুমি এসো দাঁড়াও নিমগ্ন কুয়াশায়
ক্ষীণ হয়ে আসে শব্দ অচেনা স্বরলিপি